প্রথম আলো

তারিখ 29 DEC 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

পঞ্চম শ্রেণি শেষ করেও ৩২ শতাংশ নিরক্ষর!

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সরকার সাক্ষরতার হার ৭০ শতাংশের বেশি বললেও বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযানের এক গবেষণা জরিপে বলা হয়েছে, দেশে এখন ১১ বছরের বেশি বয়সীদের সাক্ষরতার হার ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ। পঞ্চম শ্রেণি সম্পন্ন করার পরও ৩২ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী সাক্ষরতা অর্জন করতে পারছে না।

গতকাল সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি ভবনে এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদন-২০১৬ নামে এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, সাক্ষরতার অগ্রগতির হার বছরে মাত্র শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ। এই হারে চলতে থাকলে বাংলাদেশ সাক্ষরতা দক্ষতার প্রাথমিক স্তরে পৌঁছাতেই আরও ৪৪ বছর লেগে যাবে। আর অগ্রসর পর্যায়ে উন্নীত হতে লাগবে ৭৮ বছর। দেশের ২৭০টি গ্রাম বা মহল্লা থেকে ৩ হাজার ৫১০টি খানায় জরিপকাজ পরিচালনা করা হয়। এসব খানার ১১ বছর থেকে তার বেশি বয়সী ১১ হাজার ২৮০ জনের ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়। এদের মধ্যে ৫৩ দশমিক ৬ শতাংশ নারী। পড়া, লেখা ও গাণিতিক দক্ষতা এবং এই দক্ষতাগুলোর প্রয়োগ কতটুকু হচ্ছে, সেটা জানা হয়েছে এই জরিপে। মৌখিক ও লিখিত উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে এই গবেষণা জরিপ করা হয়।

> সাক্ষরতার অগ্রগতির হার বছরে শূন্য দশমিক ৭%। এই হারে চলতে থাকলে বাংলাদেশ সাক্ষরতা দক্ষতার প্রাথমিক স্তরে পৌঁছাতে আরও ৪৪ বছর লেগে যাবে। আর অগ্রসর পর্যায়ে উন্নীত হতে লাগবে ৭৮ বছর

সাক্ষরতার হার নিয়ে পাঁচ বছর ধরেই বিতর্ক চলছে। একেকবার একেক তথ্য দেওয়া হচ্ছে। সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেছিলেন, দেশে সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ। ওই সময় সাক্ষরতা দিবস পালন অনুষ্ঠানেও একই তথ্য দেওয়া হয়। তবে গতকালের অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান গণসাক্ষরতা অভিযানের তথ্যের সঙ্গে সরাসরি দ্বিমত করেননি। তিনি বলেন, 'হয়তো ওনাদের (গণসাক্ষরতা অভিযান) তথ্য ঠিকই আছে। ভুল বলব না। তবে সাক্ষরতার সংজ্ঞায় পার্থক্য থাকার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, ১০ বছর পর হয়তো বলতে পারে, মন্ত্রী শিক্ষিত নয়, কারণ ইন্টারনেট জানে না। এ নিয়ে বাহাস করার কিছু নেই।

অনুষ্ঠানে জরিপের তথ্য তুলে ধরেন এডুকেশন ওয়াচের প্রধান গবেষক সমীর রঞ্জন নাথ। প্রতিবেদনে বলা হয়, গণসাক্ষরতা অভিযানের ২০০২ সালের তথ্য

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

৩২ শতাংশ নিরক্ষর!

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী সাক্ষরতার হার ছিল ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ। সেটা বেড়ে এখন হয়েছে ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ। তাদের মধ্যে ২৬ শতাংশ উচ্চতর স্তরের সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ প্রারম্ভিক স্তরের সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। এ ছাড়া ৩৯ শতাংশ একেবারেই নিরক্ষর এবং ৯ দশমিক ৮ প্রাক-সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।

তবে ইতিবাচক দিক হিসেবে প্রতিবেদনে বলা হয়, তরুণ বয়সীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ভালো। এর মধ্যে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের সাক্ষরতার হার প্রায় ৭৫ শতাংশ।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, তথ্য নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে। তবে এটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা। তিনি আশা করেন, যে তথ্য বেরিয়ে এসেছে, তা নীতিনির্ধারকেরা কাজে লাগাবেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের চেয়ারপারসন কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন গণসাক্ষরতা অভিযানের ভাইস চেয়ারম্যান মনজুর আহমেদ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধি মারিও রনকনি, ইউনেসকো-বাংলাদেশ অফিসের শিক্ষা কর্মসূচির বিশেষজ্ঞ সুন লি প্রমুখ।